তারিখ ... 10 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং পুলের কাজ ৫ বৎসর বন্ধ

॥ রেজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুইমিং পুলের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ। অযত্ন, অবহেলার কারনে পুলটি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

১৯৭৮ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরুর সময় মোট বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকিলেও দীর্ঘ ১২ বছরেও ইহার অর্ধেক কাজ শেষ হয় নাই। উপরন্তু বরাদ্দের চাইতে ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বেশী খরচ হইয়াছে। প্রশাসনিক জটিলতা, ঠিকাদারের সহিত কর্তৃপক্ষের মামলা সংক্রান্ত নানাবিধ কারনে প্রায় ৫ বছর যাবৎ ইহার নির্মাণ কাজ বন্ধ রহিয়াছে। জটিলতা দূর করিয়া কবে কাজ শুরু হইবে কেহই বলিতে পারিতেছেন না। পুলটি এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ইহার নির্মাণ ব্যয় আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে।

একটি সূত্রের মতে, ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়ায় মাঝপথে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৮৮ সালে সুইমিংপুল প্রকল্পের ব্যাপারে সিণ্ডিকেট কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের এই কমিটি সর্বমোট ২৪টি সভায় মিলিত হইয়া রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে বলা হয়, সুইমিং পুল প্রকল্পে চুক্তির ৩৩(৬) ধারা অনুযায়ী রড ও সিমেন্টের মূল্য কর্তন না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪৮ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পুলের কাজে ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারকে রড সরবরাহ করা হয় ৪ শত দশমিক ২৫ টন। কাজে খরচ হয় দুইশত আঠার দশমিক তিরাশি টন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরত দেওয়া হয় ৯৯ দশমিক ৬৪ টন। অবশিষ্ট ৮১ দশমিক ৭৮ টনের কোন হিসাব নাই। টেণ্ডারের জেনারেল কণ্ডিশন কন্ট্রাক্ট-এর ৩৩(৬) ধারা অনুযায়ী ৮১ দশমিক ৭৮ টন রডের মূল্য বাবদ তিনগুণ হারে ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০ টাকা ঠিকাদারের বিল হইতে কাটিয়া রাখার কথা থাকিলেও ঠিকাদারের বিল হইতে 'কেপ্ট-ইন-হ্যাণ্ড করিয়া রাখা হইয়াছে ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৯ শত ২ টাকা। ইহাতে দেখা যায় শত শত রডের মূল্য কর্তন না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ১ শত ৪৮ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, সুইমিং পুলের কাজে ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারকে সিমেন্ট সরবরাহ করা হয় ২২ হাজার ৩ শত ৫০ বস্তা। কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে ১৮ হাজার ৩২ বস্তা। ৪ হাজার ৩ শত ১৮ বস্তার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। জেনারেল কণ্ডিশন অব কন্ট্রাক্ট-এর ৩৩(৬) ধারা অনুযায়ী এই সিমেন্টের মূল্য বাবদ ৯ লক্ষ ৬ হাজার ৭ শত ৮০ টাকা ঠিকাদারের বিল হইতে কাটিয়া রাখার কথা থাকিলেও মাত্র ৩ লক্ষ ২ হাজার ২ শত ৬০ টাকা কাটা হইয়াছে। ফলে ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইয়াছে ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ২০ টাকা। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, সিভিল সেনিটারী ও প্লাট প্লাম্বিং কাজের জন্য ঠিকাদার মেসার্স এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড ড্রিলার্সকে মোট ৮৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯ শত ৫৯ টাকার বিল দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান কর্তৃক উক্ত কাজের চাক্ষুস পরিমাপ অনুযায়ী মাত্র ৮৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৬১ টাকার কাজ পাওয়া গিয়াছে। প্রকৌশলীর হিসাব অনুযায়ী, কাজের প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী টাকা প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শত ৯৭ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। একইভাবে বৈদ্যুতিক কাজ বাবদ অতিরিক্ত বিল প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯৮ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, এই প্রকল্পে দারোয়ানের বেতন বাবদও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।